বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদনে

উশর ও খারাজ

ড. যুবাইর মুহাম্মদ এহসানুল হক

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উশর : পরিচয়, প্রকার ও পরিমাণ

উশর ১৫

উশরের প্রকারভেদ ১৬

উশর ও অর্ধ-উশরের দলিল ১৬

কোন কোন ফসলে উশর ফরজ হয় ১৭

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ২৪

উশরের নিসাব ২৬

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ৩০

পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাণ ৩০

যেসব ফসল ওয়াসাকে পরিমাপ করা হয় না ৩৪

উশরসংক্রান্ত আরও কিছু মাসয়ালা ৩৫

- নিসাব পূর্ণ করার জন্য ভিন্ন জাতের ফসল একত্র করা ৩৫
- একই ব্যক্তির মালিকানাধীন বিচ্ছিন্ন জমির উৎপাদন ৩৭
- যৌথ মালিকানাধীন জমির উৎপাদনের উশর ৩৭
- উশর ব্যয়ের খাত ৩৮
- উশর ও জাকাতের মাঝে পার্থক্য ৩৯
- উৎপাদন খরচ কর্তন ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফল-ফসলের জাকাত নির্ধারণে উৎপাদন খরচের ভূমিকা

মূল বিবেচ্য বিষয় ৪১

বিবেচ্য বিষয়ে মাজহাবসমূহের মতামত ৪২

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়
খারাজ : পরিচয়, প্রকার, পরিমাণ ও প্রবর্তনের ইতিহাস

খারাজ কী ৫৯

খারাজের বিধান চালুর ইতিহাস ৬১

খারাজের প্রকারভেদ ও পরিমাণ ৬৬

১. খারাজ আল-ওয়াজিফাহ (خراج الوظيفة) ৬৬

- খারাজ আল-ওয়াফিফাহ (خراج الوظيفة) ৬৭
- আবাদি জমি ও সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত অনাবাদি জমির খারাজ ৬৮
- খারাজের পরিমাণ সম্পর্কে বিপরীতধর্মী তথ্যসংবলিত বর্ণনার মাঝে সমন্বয় ৭২
- খারাজ আল-ওয়াজিফা মৌসুমি নয়, বর্ষভিত্তিক ৭৪

২. খারাজ আল-মুকাসামা (خراج المقاسمة) ৭৫

- খারাজ আল-মুকাসামা প্রবর্তনের ইতিহাস ও পরিমাণ ৭৫
- খারাজ আল-মুকাসামার হার ৭৭
- খারাজের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ৭৮
- খারাজের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ/হার ৭৮
- খারাজের ব্যয়ের খাত ৭৯

চতুর্থ অধ্যায়
উশরি ও খারাজি ভূমি : পরিচয়, প্রকৃতি ও পরিবর্তন

উশরি ভূমির পরিচয় ৮২

উশরি ভূমির বিধান ৮৫

খারাজি জমির পরিচয় ৮৬

খারাজি জমির বিধান ৮৮

অমুসলিমের উশরি ভূমি ক্রয় ৯৮

উশর ও খারাজ একত্রকরণ ১০০

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি ভূমিব্যবস্থা ক্রমবিকাশের আলোকে পর্যালোচনা

বাংলার সাথে আরবদের প্রাচীন যোগাযোগ ১০৬

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলার মুসলিম বাসিন্দা ১০৯

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলায় ইসলাম প্রচার ১১১

- মুসলিম বিজয়ের পর বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনা ১১২
- মুসলিম আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনায় উশরের অবস্থান ১১৯
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও খারাজব্যবস্থার বিলুপ্তি ১২৩
- লাখেরাজ জমির ক্রমসংকোচন ১২৫
- খারাজব্যবস্থা ফিরে আসেনি ১২৭
- খাজনা নিশ্চিতভাবে খারাজের বিকল্প নয় ১২৭
- বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি ১২৯
- উশর বা খারাজ; কোনোটাই কি বাংলাদেশে আদায় করা হয় ১৩০
- উপসংহার ১৩৪
- উশর ও খারাজের বিধানের সারসংক্ষেপ ১৩৫

উপসংহার ১৩৭

তথ্যসূত্র ১৩৮

প্রথম অধ্যায়

উশর : পরিচয়, প্রকার ও পরিমাণ

উশর

ইসলামের অন্যতম রুকন জাকাত। এটি সাধারণ পরিভাষা। প্রকার-প্রকৃতি ও ধরননির্বিশেষে যেকোনো সম্পদের নির্দিষ্ট পরিমাণ হতে নির্ধারিতে পরিমাণ সম্পদ সুনির্দিষ্ট খাতে দান করাকে সাধারণভাবে জাকাত বলে। তবে বিশেষ সম্পদের জাকাত বোঝাতে বিশেষ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ একটি পরিভাষা হলো 'উশর'। এটি আর্থিক ইবাদত জাকাতেরই একটি বিশেষ রূপ।

عَشْر হতে উশর (عشر) উদ্ভূত। عشر-এর অর্থ হলো দশ। আর উশরের অর্থ হলো দশ ভাগের এক ভাগ বা এক-দশমাংশ। মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদি আল-বারাকাতির ভাষায় উশর হলো—

واحد الأجزاء العشرة أو نصفه يؤخذ من الأرض العشرية.[১]

> '(ফসলের) এক দশমাংশ বা তার অর্ধেক, যা উশরি জমির (উৎপন্ন ফসল) হতে আদায় করা হয়।'

ফল-ফসলের জাকাতের ক্ষেত্রে এই পরিভাষা চালু হওয়ার কারণ হলো, সাধারণত উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ (১০%) জাকাত হিসেবে আদায় করতে হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে উৎপন্ন ফসলের ৫% বা অর্ধ-উশর আদায় করতে হয়। তবে অধ্যায় শিরোনামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সাধারণ পরিভাষা তথা উশর শব্দটি।

উশরের প্রকারভেদ

---

[১] মুফতি আমিমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদি আল-বারাকাতি, *আল-তারিফাত আল-ফিকহিয়্যাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ২০০৩), ১৪৭।

আদায়যোগ্য জাকাতের পরিমাণ বিবেচনায় উশর দুই প্রকার—
ক. উশর বা এক দশমাংশ,
খ. অর্ধ-উশর বা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%)।

উশর (১০%) : বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক ঝরনা বা নদ-নদীর পানি দ্বারা যে জমি সিক্ত হয় বা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে মাটি হতে রস টেনে নেয় (অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেচ দিতে হয় না) সেটির উৎপাদিত ফসল হতে ১০% জাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে।

অর্ধ-উশর (৫%) : যে জমিতে পানি বহনকারী পশু, বড়ো বালতি বা কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে সেচ দেওয়া হয়, সেটির উৎপন্ন ফসল হতে অর্ধ-উশর তথা বিশ ভাগের এক ভাগ (৫%) জাকাত আদায় করতে হবে।

কোনো জমিতে উৎপাদনের কাজে আংশিকভাবে কৃত্রিম উপায়ে সেচ দেওয়া হলে আদায় করতে হবে ৭.৫% উশর।[২]

উশর ও অর্ধ-উশরের দলিল

আল-কুরআনুল কারিমের আয়াতের মাধ্যমে উশর ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وأتوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَاده.

‘তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক আদায় করো।’[৩]

তবে উশরের নিসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিধান হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে।

ক. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرُ وما سقي بالنضح نصف العشر[৪]

‘যে জমি বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিক্ত হয় কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশু দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ-উশর (৫%)।’

খ. উপরিউক্ত হাদিসটির আরেকটি সংস্করণ নিম্নরূপ—

---

[২] Editorial Board, *Shari‘ah Standard* (Manama: AAOIFI 2015), p. 874.
[৩] আল-আন'আম, ১৪১।
[৪] *সহিহুল বুখারি*, কিতাবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ: আকাশের পানি ও বৃষ্টির পানিতে সিক্ত জমির উশর, হাদিস : ১৩৮৮।

فيما سقتِ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العُشر وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر.[৫]

'যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঞ্চিত অথবা এমন ভূমি, যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনাআপনিই সিক্ত হয়, তাতে উশর (১০%) দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড়ো বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।'

গ. যুক্তিনির্ভর দলিল : উশর আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করা যায়, গরিব ও অভাবীদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক কর্তব্য পালনে সামর্থ্যবান করা যায়, তা ছাড়া উশর আদায়কারীর সম্পদ পবিত্র হয়, তার অন্তর কৃপণতা ও লোভের কলুষমুক্ত হয়। তাই এর সৌন্দর্য ও কল্যাণকামিতা প্রমাণিত।

সারকথা হলো, প্রাকৃতিক উপায়ে যদি জমি সিক্ত হয় এবং সেচ বাবত কৃষকের অর্থ ব্যয় করতে না হয়, তাহলে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ১০% জাকাত দিতে হবে। আর কৃত্রিম উপায়ে জমিতে সেচ দেওয়া হলে অর্থাৎ সেচের জন্য কৃষককে ব্যয় করতে হলে জাকাত দিতে হবে সে জমির উৎপন্ন ফসল হতে ৫%।

কোন কোন ফসলে উশর ফরজ হয়

মুসলিমের মালিকানাধীন ভূমিতে যা কিছু উৎপাদিত হয়, তা হতেই কি জাকাত আদায় করতে হবে? নাকি ফসলের প্রকৃতিভেদে কয়েক প্রকারের ফসলের ওপর উশর ফরজ হয়? অথবা অন্য প্রকারের ফসল কি জাকাতের বিধানের আওতামুক্ত?

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে ফকিহগণের মাঝে। উৎপাদিত ফসলের প্রকৃতিগত ভিন্নতা বিবেচনায় না নিয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনে উশর ফরজ হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন। অপরদিকে ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমাদ ইবন হাম্বল ও হানাফি মাজহাবের অপর দুই ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে, কেবল সংরক্ষণযোগ্য ফল-ফসলে উশর ফরজ। নিম্নে বিস্তারিত বিবরণে উভয় অভিমত সবিস্তারে উপস্থাপন করা হলো।

প্রথম অভিমত : সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সকল প্রকারের কৃষিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ। তবে বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনার দাবি রাখে। আমরা প্রথমে হানাফি মাজহাবের উৎসগ্রন্থগুলো হতে কয়েকটি উদ্ধৃতি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এরপর উল্লেখ করব এ বিষয়ে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মূলনীতি ও দলিলগুলো।

---

[৫] *সুনানু আবু দাউদ*, কিতাবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ: ফসলের জাকাত, হাদিস : ১৫৮৬।

ইমাম শামসুদ্দিন আস-সারাখসি (১০০৯-১০৯০ খ্রি.) বলেন—

الأصل عند أبي حنيفة : كل ما يستنبت في الجنان ويقصد به استغلال الأراضي ففيه العشر.[৬]

'ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দৃষ্টিতে মূলনীতি হলো—ফললাভের উদ্দেশ্যে জমি বা বাগান ব্যবহারের মাধ্যমে সেখানে যা কিছু উৎপাদন করা হয়, তাতে উশর ফরজ।'

হানাফি মাজহাবের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ *আল-হিদায়াহ* রচয়িতা আল-মারগিনানি বলেন—

في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشرُ سواء سُقِي سَيحًا أو سقته السماء.[৭]

'কম হোক কিংবা বেশি হোক, জমি যা কিছুই উৎপাদন করে, তার ওপর উশর ফরজ; চাই সেচের মাধ্যমে উৎপাদন হোক কিংবা বৃষ্টির পানিতে।'

উপরিউক্ত উদ্ধৃতির ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হানাফি ফকিহ ইবনুল হুমাম (১৩৮৮-১৪৫৭ খ্রি.) বলেন—

والمراد بما أخرجته الأرض ما ليس تابعا للأرض فلا يجب في النخل والأشجار لأنها كالأرض ولذا تستتبعها الأرض في البيع.[৮]

'যা কিছু জমিতে উৎপন্ন হয় বলতে এমন উৎপাদন বোঝায়, যা জমির অনুগামী নয়; তাই খেজুরগাছ বা অন্য কোনো গাছের ওপর উশর ওয়াজিব নয় (বরং গাছের ফলের ওপর উশর ফরজ)। কেননা, গাছ জমির মতো। তাই জমি বেচাকেনায় গাছও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

অতএব, বলা যায়, ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে ভূমিজ উৎপাদনের ওপর উশর ফরজ হওয়ার মূলনীতি নিম্নরূপ—

ক. উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ফল বা ফসল উৎপাদিত হওয়া। তাই বনজঙ্গলে যে ফলমূল উৎপাদিত হয়, তাতে উশর ফরজ হয় না। তা ছাড়া ঘাস, লতাপাতা ও আগাছা ইত্যাদিতে উশর ফরজ হয় না। কারণ, চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষ এসব উৎপাদন করে না, এগুলো এমনিতে জন্মায়।

খ. ভূমিজ উৎপাদন জমির সাথে সংশ্লিষ্ট বা জমির অনুগামী না হওয়া। তাই গাছের ওপর উশর ফরজ নয়; যদিও মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে গাছরোপণ করে। কারণ, গাছ এমনভাবে

---

[৬] আস-সারাখসি, *আল-মাবসুত* (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ ১৯৫৯), ৩ : ২।

[৭] আল-মারগিনানি, *আল-হিদায়াহ* (করাচি : ইদারাহ আল-কুরআন ওয়া আল-উলুম আল-ইসলামিয়্যাহ ১৪১৭ হি.), ২ : ২০৯।

[৮] ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদির* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ ২০০৩), ২ : ২৪৭

জমির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে বা ভূমির অনুগামী হয়, তা পৃথক করা যায় না। বরং গাছে উৎপাদিত ফলের ওপর উশর ফরজ।

সারকথা হলো, ইমাম আবু হানিফার দৃষ্টিতে সকল প্রকারের ফল-ফসলের ওপর উশর ওয়াজিব। তাঁর দৃষ্টিতে জাকাতযোগ্য ফল-ফসলের একটি নমুনা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো—

ক. সকল প্রকারের দানাদার ফসল : ধান, গম, যব, ডাল, ছোলা, বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদি।

খ. সকল প্রকারের মশলাজাতীয় ভূমিজ উৎপাদন : মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনে, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি।

গ. সকল প্রকারের তরিতরকারি ও শাকশবজি : বেগুন, আলু, মুলা, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, ঢ্যাঁড়শ, পেঁপে ইত্যাদি।

ঘ. সকল প্রকারের ফলমূল : আম, জাম, কলা, পেঁপে ইত্যাদি।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, নিম্নলিখিত উদ্ভিদে উশর ফরজ নয়—

আগাছা, তৃণলতা, ঘাস, খড়, লাকড়ি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য গাছ, ঝাউগাছ, তুলাগাছ ও গিঁটযুক্ত উদ্ভিদ তথা বাঁশ ইত্যাদি। কারণ, উৎপাদনের লক্ষ্যে মানুষ এগুলোর চাষাবাদ করে না। তা ছাড়া এসব উদ্ভিদে জমির প্রবৃদ্ধি হয় না; বরং জমি চাষাবাদের উপযোগী করতে মানুষ এসব উদ্ভিদ কেটে পরিষ্কার করে। তবে অপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ যদি কখনো প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে এগুলো রোপণ করা হয়, তাহলে তাতে উশর ফরজ হবে। যেমন, কোনো ভূমিকে যদি বাগান বা বাঁশঝাড় ও ঘাসক্ষেত বানায় তাহরে উশর ফরজ হবে।

আখ বা ইক্ষুতে উশর ওয়াজিব; যদিও তা দেখতে গিঁটযুক্ত উদ্ভিদ বা বাঁশের মতো। কারণ, মানুষ উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইক্ষু চাষ করে। তেমনিভাবে বাঁশসদৃশ উদ্ভিদ জোয়ারেও (millet) উশর ফরজ হবে। কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো দ্বারা জমি আবাদ করা হয়।[৯]

সাহাবিগণের মাঝে ইবন আব্বাস (রা.), তাবেঈদের মাঝে উমর ইবন আবদিল আজিজ, ইবরাহিম আন-নাখায়ি ও মুজাহিদ এবং ইমামগণের মাঝে হাম্মাদ ও জুফার হতেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হয়েছে।[১০]

দলিল : 'সকল প্রকার কৃষিজ উৎপাদনে উশর ফরজ হবে' এ অভিমতের সমর্থনে কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী ও যুক্তি দ্বারা দলিল উপস্থাপন করা যায়।

---

৯ আল-মারগিনানি, ২ : ২১১।

১০ বাদরুদ্দিন আল-আইনি, *আল-বিনায়াহ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ ১৯৯৯), ৩ : ৪১৭।

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الاَرْضِ[১১]

'ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের উপার্জিত ভালো জিনিস থেকে, এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় করো।'

খ. কুরআনের অপর আয়াতে এসেছে—

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اِذَا اَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ-[১২]

'এসব গাছপালায় যখন ফল হয়, তখন তোমরা ফল খাবে; তবে ফসল সংগ্রহের দিনে তার ন্যায্য অংশ দান করবে।'

গ. রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشرُ وما سقى بالنضح نصف العشر

'যে জমি বৃষ্টি বা ঝরনার পানিতে সিক্ত কিংবা যে জমিতে উদ্ভিদ শিকড় দিয়ে রস টেনে নেয় তাতে উশর (১০%) এবং যাতে পানিবহনকারী পশুর দ্বারা সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ-উশর (৫%)।

ঘ. তিনি আরও বলেন—

فيما سقتِ السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العُشر وفيما سُقي بالسواني أو النضح نصف العشر

'যে ভূমি বৃষ্টি, নদ-নদী ও ঝরনার পানি দ্বারা সিঞ্চিত অথবা এমন ভূমি, যা স্বাভাবিকভাবে তলদেশ থেকে আপনা-আপনিই সিক্ত হয়, তাতে উশর (১০%) দেওয়া ওয়াজিব। আর যে ভূমি পশু অথবা বড়ো বালতি বা কোনোরূপ সেচযন্ত্রের দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তাতে উশরের অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে।'

ওপরের আয়াত ও হাদিসগুলোর বিধান আম বা ব্যাপক, যা কিছু ভূমিতে উৎপাদন করা হয় তা হতে উশর আদায় করার নির্দেশ করা হয়েছে। তাই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) পচনশীল ফসল ও সংরক্ষণযোগ্য শস্যের বিধানে কোনোরূপ পার্থক্য না করে ভূমিতে উৎপন্ন সব ধরনের ফল-ফসলে উশর ফরজ হবে মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে তৃণলতা, ঘাস, ঝোপঝাড়, বাঁশ ও আগাছাজাতীয় উদ্ভিদে উশর ফরজ নয়। কারণ, মানুষ এগুলো উৎপাদন করে না; বরং উৎপাদনের লক্ষ্যে এসব আগাছা পরিষ্কার করে ভূমি প্রস্তুত করা হয়।

---

[১১] আল-বাকারা ২৬৭।

[১২] আল-আন'আম ১৪১।

ঙ. ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বাসরার গভর্নর থাকাকালীন প্রতি 'দশ' দাসতাজা সবজি হতে 'এক' দাসতাজা উশর হিসেবে আদায় করতেন।[১৩]

চ. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর পক্ষে যুক্তিনির্ভর (আকলি) দলিল উপস্থাপন করতে গিয়ে ফকিহগণ বলেন—শরিয়ার যেকোনো বিধানের পশ্চাতে একটি কার্যকারণ বা সবব থাকে। উশর ফরজ হওয়ার কার্যকারণ হলো, আল-আরদ আন-নামিয়া বা বর্ধনশীল ভূমি। ভূমির বর্ধনশীলতা ধান ও গমের মতো সংরক্ষণযোগ্য ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন প্রমাণিত হতে পারে, তেমনিভাবে শাকসবজি ও তরিতরকারির মতো পচনশীল ফসলের মাধ্যমেও প্রমাণিত হতে পারে। কোনো কোনো মৌসুমে বা কোনো কোনো জমিতে কেবল পচনশীল ফসল উৎপন্ন হতে পারে। এমতাবস্থায় পচনশীল ফসলকে উশরের বিধান হতে বাদ দেওয়া হলে কার্যকারণ বা সবব বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বিধান রহিত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যা বৈধ নয়। তাই পচনশীল হোক বা সংরক্ষণযোগ্য হোক; সব ধরনের ফসলে উশর ফরজ।

দ্বিতীয় অভিমত : কেবল সংরক্ষণযোগ্য ফসলে উশর ফরজ

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দুই ঘনিষ্ঠ শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন—যেসব ফসল বড়ো ধরনের প্রক্রিয়াকরণ ছাড়াই কমপক্ষে এক বছর সংরক্ষণ করা যায়; কেবল সেগুলোতেই উশর ফরজ। যেমন : ধান, গম, যব, ভুট্টা, আখরোট, বাদাম, পেস্তা, হিজল ফল, পেঁয়াজ, মটরশুঁটি, কলাইজাতীয় শস্যদানা ইত্যাদি।

উশর ফরজ হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মাদের দৃষ্টিতে সংরক্ষণযোগ্যতার শর্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে—আঙুর যদি এমন পাতলা হয় যে, তা শুকিয়ে কিশমিশ বানানো অসম্ভব, তাহলে তাতে উশর নেই।

প্রক্রিয়াকরণ ব্যতীত সংরক্ষযোগ্য না হওয়ায় তাঁদের দৃষ্টিতে ফলমূলে জাকাত নেই। অতএব, নাশপাতি, পীচফল, খোবানি, আপেল, কমলা, আঙুর, আম, কলা, লিচু, পেঁপে, খরবুজা, তরমুজসহ অন্যান্য দ্রুত পচনশীল ফলমূলে উশর ফরজ নয়।

তেমনিভাবে কাঁচা শাকসবজি ও তরিতরকারিতে উশর নেই। অতএব, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, মিষ্টিকুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, শসাসহ সব ধরনের সবজি এবং লালশাক, কলমিশাক, ডাটাশাকসহ সকল প্রকারের শাক উশরের আওতামুক্ত। বরই, যবক্ষার এবং হরিতকিসহ সকল প্রকারের ঔষধি ফলনে উশর নেই।

এটি ইবন আবু লায়লা ও ইমাম শাফিঈর অভিমত।

---

[১৩] আস-সারাখসি, *আল-মাবসুত*, ৩ : ২।

কিছু ফসল ও শস্যের ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ হতে একাধিক মত পাওয়া যায়। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, মেহেদি পাতায় উশর ওয়াজিব। কারণ, এটি সাধারণভাবে উপকারী গুল্ম। ইমাম মুহাম্মাদের মতে, এতে উশর নেই। কারণ, এটি রায়হানের অন্তর্ভুক্ত। পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মাদ হতে দুটি অভিমত উদ্ধৃত হয়েছে—১. এ দুটি তরকারি হিসেবে গণ্য হওয়ায় উশরযোগ্য নয়, ২. পেঁয়াজ ও রসুনের উশর দিতে হবে। কারণ, এগুলো ওজনে কেনাবেচা করা হয়। তা ছাড়া মানুষের হাতে প্রায় এক বছর সংরক্ষিত থাকে।[১৪]

দলিল : ভূমিতে উৎপন্ন ফসলকে জাকাতযোগ্য ও জাকাতমুক্ত; এ দুভাগে বিভক্ত করে সংরক্ষণশীল ফসলে উশরের বিধান আরোপ ও পচনশীল ফলমূল ও তরিতরকারি উশরের আওতামুক্ত রাখার ক্ষেত্রে একটি হাদিসকেই দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সেটি হলো—

ليس في الخضروات صدقة

'শাকসবজিতে সাদাকা নেই।'

এ হাদিসের কেবল শাকসবজির উল্লেখ রয়েছে। এখানে ফলমূলে জাকাতের বিধান আরোপিত না হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ নেই। তবে ইমামদ্বয় পচনশীলতা ও সংরক্ষণ অযোগ্য হওয়াকে এ বিধানের কার্যকারণ নির্ধারণ করেছেন। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে পচনশীলতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কারণে শাকসবজির বিধান তরিতরকারি ও ফলমূলে সম্প্রসারিত করতে কোনো অসুবিধা নেই। মোদ্দাকথা, পচনশীল কৃষিজ উৎপাদন; তা শাকসবজি হোক বা তরিতরকারি কিংবা ফলমূল—তাতে উশর নেই।

যুক্তিনির্ভর দলিল : ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের পক্ষে যুক্তিনির্ভর দলিল হিসেবে বলা হয়, যা সহজলভ্য এবং ধনী ও গরিব সকলের নাগালে, তাতে 'আল্লাহর হক' সম্পৃক্ত হয় না। তাই শিকার, লাকড়ি, তৃণলতা, ঘাস ইত্যাদিতে জাকাত নেই। যে সম্পদ সহজলভ্য নয় এবং যা কেবল ধনীরাই অর্জন করতে পারে, তাতেই আল্লাহর হক সম্পৃক্ত হয় এবং তা হতে জাকাত আদায় করা ফরজ। উদাহরণস্বরূপ ব্যাবসায়িক সম্পদের জাকাতের কথা বলা যায়। সংরক্ষণযোগ্য ফসলও সকলের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না; ধনীরাই কেবল তা সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। তাই এতে জাকাত ফরজ হবে। পক্ষান্তরে শাকসবজি ও তরিতরকারি সহজলভ্য ও নগণ্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত, যা ধনী-গরিব সকলের নাগালে থাকে। অতএব, এগুলোতে জাকাত ফরজ হবে না।

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার

উভয় পক্ষের দলিলের নিরাসক্ত পর্যালোচনায় মনে হয়, ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর দলিল শক্তিশালী।

---

[১৪] আল-মারগিনানি, ২ : ২০৯; আল-আইনি, ৩ : ৪১৭-৪১৯; আস-সারাখসি, ৩ : ২-৩।

‘শাকসবজিতে সাদাকা নেই’ মর্মে যে হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, সেটি নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়নি। এ হাদিসটি জামে আত-তিরমিজি ও সুনানে দারাকুতনিসহ কয়েকটি সংকলনে উল্লিখিত হয়েছে। প্রতিটি সনদে মুসা ইবন তালহা নামে এক বর্ণনাকারী আছেন, যিনি মুআজ ইবন জাবাল (রা.) হতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারীদের জীবনী-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, মুআজ ইবন জাবাল (রা.)-এর সাথে মুসা ইবন তালহার সাক্ষাৎ হয়নি। অতএব, হাদিসটির সনদ অবিচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ এটি মুরসাল হাদিস। তাই ইমাম তিরমিজি বলেছেন, এ অধ্যায়ে কোনো সহিহ হাদিস নেই।[১৫]

অবশ্য হানাফি ফকিহ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম বলেন, মুরসাল হাদিসও দলিল হতে পারে। তবে আম বা ব্যাপক অর্থবোধক দলিলকে খাস বা বিশেষ দলিলের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার মূলনীতির আলোকে আলোচ্য মাসয়ালায় এ হাদিসটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়নি।[১৬] তা ছাড়া হাদিসটির ভিন্ন ব্যাখ্যাও দেওয়া যায়। যেমন, এটা বলা যায়, ‘শাকসবজিতে সাদাকা নেই’ বলতে বোঝানো হয়েছে জাকাত-সংগ্রহকারীকে শাকসবজির সাদাকা প্রদানের প্রয়োজন নেই; বরং কৃষক নিজ উদ্যোগে শাকসবজির জাকাত গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দেবে। এ ব্যবস্থা যৌক্তিকও বটে। কারণ, সংগ্রাহকরা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে জাকাত সংগ্রহের জন্য কৃষকদের কাছে যায়। ততদিন শাকসবজি, তরিতরকারি ও ফলমূল সংরক্ষণ করা যায় না। তাই বলা হয়েছে, শাকসবজি হতে এমন কোনো জাকাত আদায় করার নেই, যা সংগ্রাহককে প্রদান করতে হয়। উপরিউক্ত মুরসাল হাদিসের আরেকটি ভাষ্য আমাদের এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। দারাকুতনির সে বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শাকসবজি হতে সাদাকা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা গেল, এ নিষেধাজ্ঞা জাকাত সংগ্রাহকদের সাথে সম্পর্কিত। তাই এ হাদিস দ্বারা কৃষিজ উৎপাদনের ওপর জাকাত আরোপের মূল বিধান সংকুচিত করা যায় না। বরং এটা বলা যায়, পচনশীল হওয়ায় শাকসবজি ও তরিতরকারির জাকাত উৎপাদনকারী নিজ উদ্যোগে গরিবদের মাঝে বিলিবণ্টন করে দেবে। কালেক্টররা কৃষকের কাছ থেকে এ প্রকারের সাদাকা সংগ্রহ করবে না।[১৭]

শাকসবজির ওপর জাকাত ফরজ হওয়ার বিষয়ে বিশিষ্ট হানাফি ফকিহ আল-কাসানি আরেকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন—আল্লাহ তায়ালা কুরআনের সূরাতুল আনআমের **১৪১**-সংখ্যক আয়াতে ফসল আহরণের দিন তার হক আদায় করতে বলেছেন। শাকসবজি ও তরিতরকারির জাকাত ফল আহরণের দিন আদায় করা যায়। ধান, গম বা যবের মতো সংরক্ষণযোগ্য ফসলের জাকাত ফসল কাটার দিন আদায় করা যায় না। কারণ, শস্য মাড়াই ও পরিষ্করণে কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। অতএব, শাকসবজির জাকাত আদায়ের মাধ্যমেই সূরাতুল আনআমের **১৪১**-সংখ্যক আয়াতের সরাসরি ও তাৎক্ষণিক আমল করা সম্ভব।

---

[১৫] জামে আত-তিরমিজি, আবওয়াবুজ জাকাত, অনুচ্ছেদ : শাকসবজির জাকাত, হাদিস : ৫৯২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদির*, ২ : ২৪৯; আল-আইনি, ৩ : ৪২২-২৩।

[১৬] ইবনুল হুমাম, ২ : ২৫০।

[১৭] আল-মারগিনানি, ২ : ২০৯; আল-আইনি, ৩ : ৪২৪; ইবনুল হুমাম, ২ : ২৫০-৫১।